দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0-6 MAR 2007
পৃষ্ঠা ০২ কলাম ২

ঢাবিতে ভর্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা

তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস ভিসির

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে আবারো বৈষম্যের শিকার হচ্ছে মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে কলা অনুষদে ভর্তির জন্য সব ধরনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের পছন্দের বিষয় দেয়া হচ্ছে না। বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী গতকাল (সোমবার) এ ধরনের অভিযোগ করেছে। কেন তাদের পছন্দের বিষয় দেয়া হবে না– কলা অনুষদ থেকে এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যাও দেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এ ব্যাপারে বলেন, সুস্পষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদভুক্ত 'খ' ইউনিটে উত্তীর্ণদের সাক্ষাৎকার গত শনিবার থেকে [illegible] হওয়ার ২-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ঢাবিতে ভর্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

প্রথম দিন থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দমত বিষয়ে মনোনয়ন না দিয়ে জোর করে অন্য বিষয় চাপিয়ে দেয়ার অভিযোগ ওঠে। মেধা তালিকায় ২১তম স্থানে থাকা এক ছাত্রকে তার পছন্দ অনুযায়ী 'গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা' বিষয় না দিয়ে সমাজবিজ্ঞানে ভর্তি হতে বাধ্য করে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা। ১১১৯ মেধাতালিকাধারী গোলাম হোসেন খানের পছন্দের বিষয় 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' না দিয়ে 'তথ্য বিজ্ঞান ও লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা' দেয়া হয়েছে। এছাড়া আরো কয়েকজন শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যাপারে একই ধরনের অভিযোগ জানেন। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা আসন শূন্য রেখে মেধাতালিকায় পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের মনোনয়ন দিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

ক্যাম্পাসে নতুন আসা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে কূলকিনারা হারিয়ে ফেলেন। ফলে অভিযোগ দায়ের করার কোন চিন্তাও করতে পারেন না তারা। পছন্দমত বিষয় না পেয়ে অনেক শিক্ষার্থীকে কেঁদে ফেলতে দেখা গেছে। যদিও কলা অনুষদের সব বিষয়েই যোগ্যতা থাকলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ নেই। তাছাড়া অন্যান্য অনুষদেও যোগ্যতা অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর সদরুল আমিন বলেন, প্রথম দিন এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, এখন আর হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বলেন, এ ধরনের কোন অভিযোগ আসলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উক্ত ইউনিটে এ বছর ২ হাজার ৩৮৬টি আসনের বিপরীতে প্রায় ৪ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।